ESTD. : 2002

বড়ট্যাঁড় সারদামণি মিশন [হাইস্কুল]

পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা স্থায়ী অনুমোদন প্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয় (High School)

Class - I to X   INDEX NO - K1-359, DISE CODE - 19140907804

"সদস্য আশ্রম" : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (বাঁকুড়া-পুরুলিয়া)

পরামর্শদাতা : রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া (পঃ বঃ)

গ্রাম - বড়ট্যাঁড় (গুঞ্জা), পোঃ - সিন্দ্রী চাষরোড, থানা - জয়পুর

জেলা - পুরুলিয়া - ৭২৩১০৩

Contact : 9434878305 : 9932966242

E-mail : saradamissionprl@gmail.com

Website : www.bartarsaradamissionprl.org

School Prospectus

প্রার্থনা

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যংকরবাবহৈ।
তে জস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।। ১।।

—(কৃষ্ণযজুর্বেদীয়- তৈত্তিরীয়ারন্যকম্- ৮.২.১)

ঈশ্বর আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; (বিদ্যার সুফল প্রকাশিত করিয়া) আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন সমান সামর্থ্যবান হই; অধীত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়ের জীবনেই তুল্যভাবে তেজোদৃপ্ত হয়; আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক। ১

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। হরি ওঁ তৎ সৎ ওঁ।।

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "... এই দারুন শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে, লড়াই করে টাকার জোগাড় করেছি মায়ের মঠ হবে।"

তাই কালের অধীশ্বরী, শিবের শক্তি ও জীবের জননী মা সারদার ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে তাঁহার চরণে অর্পিতা অনুশ্রী মামনি (মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রী ও সারদা হোস্টেলের মেয়ে) অনেকের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছে এই "বড়ট্যাড় সারদামণি মিশন" সেবা প্রতিষ্ঠানটি।

"Education is the manifestation of the perfection already in man". এই মানবিক শিক্ষা সংজ্ঞা দিয়েছেন মানবদরদী কল্যাণকামী শিক্ষাব্রতী স্বামী বিবেকানন্দ। এই বাণী বাস্তবায়নের সংকল্প ও আশা নিয়েই গড়ে উঠেছে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার বড়ট্যাড় গ্রামে "বড়ট্যাড় সারদামণি মিশন।"

এই মিশনে ভূগোলের ভেদরেখা বড় নয়, বড় নয় জাতি, বর্ণ, বংশ। এর মূল সুর— "সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই।" কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে— "মানুষ চাই আর সব হইয়া যাইবে।" এই মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে।

আমাদের আবেদন

'ভারতবর্ষ ভারততীর্থ' এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে আবির্ভূত হয়েছেন মহামানবের দল। তাই আমরা ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত। 'চলে যেতে হবে আমাদের' এই পরম সত্যকে স্বীকার করেও বলি— 'তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর'— এরই নাম দেশপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি এই প্রীতির পরম প্রকাশ শিক্ষার পথে। তাই আমাদের "বড়ট্যাঁড় সারদামণি মিশন" বিদ্যাভবনের একজন ছাত্র/ছাত্রী কেবল আপনার সন্তান নয়, একজন ভারতবাসী, ভারতবর্ষের সম্পদ, ভারতমাতার সন্তান। এই সন্তানটি সার্বিক সুবিকশিত হোক—এটাই আমাদের বিদ্যাভবনের একান্ত কাম্য। এই কামনাকে ফলপ্রসূ করতেই বিদ্যাভবন কর্তৃক নির্ধারিত মানবিক নিয়মাবলী। এই সমস্ত নিয়মাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ণে আপনাদের সক্রিয় ও সহৃদয় সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের পথ বেয়েই "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

প্রসঙ্গ শিশু শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে শিশু শিক্ষার প্রবেশদ্বার। এখানেই শিশুর ভিত্তি স্থাপন হবে। নাচ-গান, খেলা-ধূলা ও নানা আনন্দদায়ক উপকরণের মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতিশক্তির বিকাশ, প্রসার ও রূপান্তর ঘটবে। উচিত-অনুচিত, দায়িত্ব-কর্তব্য, রুচি, সম্মান ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবে।

শিশু শিক্ষা বিষয়টি শিশুর ধারণ ক্ষমতার বাইরে যাবে না। আমরা অনেকেই বুঝি না শিশু শিশুই, সে বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। তার নিজস্ব সত্ত্বা কেড়ে

নিয়ে মা-বাবার আশা আকাঙ্খা শিশুর উপর চাপিয়ে তাকে মনের মত মানুষ করা যায় না। শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে, শিক্ষণ কৌশলের দ্বারা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা প্রথম কাজ। সহিষ্ণু ধৈর্য্যশীল, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করাও শিক্ষার একটি অঙ্গ। অনুকরণপ্রিয় শিশু প্রথমে মা বাবা এবং পরে পরিবার ও পরিবেশ থেকে চরিত্র গঠনের উপাদান সংগ্রহ করে। তাই অবশ্যই মনে রাখতে হবে বই দিয়ে কী শেখালাম, তার চেয়েও বড় কথা জীবন দিয়ে কী শেখালাম।

শিশুকে দিতে হবে মুক্তির স্বাদ। চাই শিশুর সাথে শিশুর মিলন। বহুমুখী পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার অন্বেষণ করে তাকে মাঠে-মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করাও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের তাগিদেই সারা বছর আমরা নানা অনুষ্ঠান করিয়ে থাকি।

শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সাবলীল। যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর কচি কচি হাসি মুখগুলি মলিন করে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর দেহ, মন ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই কাম্য।

শিশু শিক্ষা এক জটিল প্রক্রিয়া। এই বিশাল দায়িত্ব রক্ষা করা কারও একার পক্ষেই সম্ভব নয়। বিদ্যালয় এবং অভিভাবক পরস্পর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হলে তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

প্রসঙ্গ বিদ্যাভবন

পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পশ্চিমদিকে প্রায় ১৮ কিমি এবং পুরুলিয়া রেলস্টেশন থেকে ২২ কিমি দূরে জয়পুর থানার সিন্দ্রী চাষমোড়ের নিকট (চাষরোড রেলস্টেশনের পাশে) গুঞ্জা মৌজার বড়ট্যাঁড় গ্রামের উপর এই বিদ্যাভবনটি গড়ে উঠেছে। সত্য, শান্তি, দয়া আর প্রেমের প্রদীপ হাতে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম ও বিষয় অনুসরণ করে বিদ্যাভবনটি বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান করে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে স্থায়ী উচ্চ বিদ্যালয় (High School) (Class I - X) এর অনুমোদন পেয়েছে।

প্রসঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পরিষেবা

১। প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে।

২। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে Desk-Bench -এর ব্যবস্থা রয়েছে।
৩। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে Light ও Fan এর ব্যবস্থা রয়েছে।
৪। পানীয় জলের জন্য Water Filter এর ব্যবস্থা রয়েছে।
৫। হাত ধোয়ার জন্য Hand Wash Basin এর ব্যবস্থা রয়েছে।
৬। বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠের ব্যবস্থা রয়েছে।
৭। ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা উন্নতমানের Toilet Complex এর ব্যবস্থা আছে।
৮। Computer ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রয়েছে।
৯। Nursery Class এর ছাত্রছাত্রীদের খেলার জন্য Sloping, দোলনা, ঢেঁকি, বাস্কেটবলের ব্যবস্থা রয়েছে।
১০। আপার প্রাইমারি ছাত্র-ছাত্রীদের Out Door Game এবং Cultural Class এর ব্যবস্থা আছে।
১১। বিদ্যালয়ে একটি Assembly Hall এর ব্যবস্থা রয়েছে।
১২। বিদ্যালয়ের নিজস্ব Ambulance পরিষেবা রয়েছে।
১৩। বিদ্যালয়ে ছায়া শীতল বাগান যুক্ত আশ্রমিক পরিবেশ রয়েছে।

প্রসঙ্গ ভর্তিসংক্রান্ত

নতুন শিক্ষাবর্ষ প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়। শিশু শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হয় নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এবং নির্বাচনী পরীক্ষা হয় ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। নার্সারী বিভাগের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচন করা হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণি থেকে লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষা হয় চারটি বিষয়ের উপর। যথা— বাংলা, ইংরাজী, গণিত ও বুদ্ধ্যাঙ্ক (I.Q.)। ভর্তির জন্য ছাপানো আবেদনপত্র offline এর ক্ষেত্রে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পুরো নভেম্বর মাস বিদ্যালয়ের অফিস থেকে পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র নেওয়ার সময় বাচ্চার জন্ম শংসাপত্র সঙ্গে আনতে হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে ভর্তির পথ খোলা আছে। এছাড়া Online-এর ক্ষেত্রে আমাদের website - https://bartarsaradamissionprl.org/admission-এ ভর্তির ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রসঙ্গ সাধারণ

১। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের সূচনা হবে প্রার্থনাসভার মাধ্যমে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে, নির্দিষ্ট পোশাকে, প্রার্থনা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে এই সভায় যোগদান প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক।

২। রুটিন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পেন্সিল/কলম পাঠাতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র (গয়না, টাকা-পয়সা, খেলনা ইত্যাদি) পাঠানো নিষেধ।

৩। প্রতিটি বই মলাট দিয়ে সেলাই করে দিতে হবে।

৪। প্রতিটি বই এবং খাতায় ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা, বিষয় এবং বাবা/মায়ের ফোন নম্বর লিখে দিতে হবে।

৫। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ঊড-পেন্সিল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

৬। ছাত্র/ছাত্রী অসুস্থ হলে বা সংক্রামক রোগ (হাম, মামস, হুপিং কাশি, বসন্ত, চুলকানী, খোস ইত্যাদি) হলে বিদ্যালয়ে পাঠানো নিষেধ। সে ক্ষেত্রে চিঠির মাধ্যমে অভিভাবককে বিদ্যালয়ে জানাতে হবে।

৭ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছুটির তালিকা প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উক্ত বিষয়ে নোটিশ দেওয়া হবে না।

৮। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে নাম তালিকাভুক্ত করানোর জন্য ফল প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বাৎসরিক খরচ (Session Charge) জমা করা বাধ্যতামূলক।

৯। কোন ছাত্র/ছাত্রীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া বা শিথিলতার ব্যবস্থা নেই।

১০। কোন কারণে অভিভাবকের ঠিকানা বা ফোন/মোবাইল নম্বর বদলি হলে লিখিতভাবে বিদ্যালয়ে জানাতে হবে।

১১। গ্রীষ্মবকাশে ও পূজাবকাশে ছুটির বাড়ির কাজ ঐ মাস পর্যন্ত বকেয়া বেতন ও অন্যান্য ফিজ জমা করে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রসঙ্গ পোষাক পরিচ্ছদ

ছেলেদের ক্ষেত্রে ঃ নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সাদা হাফপ্যান্ট ও আকাশী হাফশার্ট, **পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি** পর্যন্ত সাদা ফুলপ্যান্ট ও আকাশী ফুলশার্ট।

মেয়েদের ক্ষেত্রে ঃ নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সাদা হাফশার্ট এবং আকাশী টেপজামা (টিউনিক), পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাদা প্যান্ট ও আকাশী জামা যুক্ত চুড়িদার। প্রয়োজনে সাদা ফিতেতে চুল বাঁধতে হবে ও সাদা লেগিন্স ব্যবহার করতে পারে।

সাধারণ ঃ কালো বুট জুতো ও সাদা মোজা।

শীতকালীন ঃ নেভি ব্লু রং-এর সুয়েটার ও টুপি।

School Badge, Tie এবং **Belt** বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রসঙ্গ উপস্থিতি

১। প্রতিটি সেমিস্টার পরীক্ষার আগে মোট ক্লাসের কমপক্ষে ৭০% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। না হলে ছাত্র/ছাত্রীকে সেই টারমিনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

২। বিদ্যালয়ে কোন কারণে অনুপস্থিত হলে, যেদিন উপস্থিত হবে সেদিন অনুপস্থিতির কারণ ও অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ বর্ষনির্দেশিকা অথবা চিঠি বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

৩। কোন ছাত্র/ছাত্রী পরপর ৯০দিন কোন রকম তথ্য না দিয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার নাম রেজিস্টার বর্হিভূত করা হবে।

৪। দীর্ঘ অবকাশের পর প্রথমদিন বিদ্যালয়ে কোন ছাত্র/ছাত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ম লঙ্ঘনের মধ্যে পড়বে।

প্রসঙ্গ বেতন প্রদান

১। প্রত্যেক মাসের প্রথম **১০ দিনের** মধ্যেই ঐ মাসের বেতন জমা করতে হবে। নতুবা **৫০ টাকা** বিলম্ব দন্ড লাগিবে।

২। প্রত্যেক মাসের **রবিবার ও ছুটির দিন সহ প্রথম ১০ দিন** বেতন জমা নেওয়া হবে।

৩। বিদ্যালয়ে বেতন জমা করার সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

৪। প্রত্যেক মাসের বেতন ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে প্রদান করে সন্তানের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব অভিভাবকের।

৫। মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে পূজা অবকাশের ছুটি পড়লে কবে ও কখন বিদ্যালয়ের অফিস খোলা থাকবে তা ছুটি পড়ার আগের দিন বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়ে থাকে।

৬। সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক কারণে যদি বিদ্যালয় দীর্ঘকালীন ছুটি থাকে তাহলে ঐ সময়কালীন বিদ্যালয়ের বেতন নির্দিষ্ট সময়ে জমা করতে হবে।

প্রসঙ্গ বিদ্যালয়ের সময়সূচী

জানুয়ারী থেকে মার্চ মাস এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস — Nursery to Class - IV : বুধবার বাদে সোমবার থেকে শনিবার। সকাল ১০টা ১৫মিনিট থেকে বিকেল ৩টা ৪৫মিনিট পর্যন্ত। Class - V to Class - X সকাল ১০টা ১৫মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ১৫মিনিট পর্যন্ত। বুধবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।

এপ্রিল থেকে জুন মাস— বুধবার বাদে সোমবার থেকে শনিবার। সকাল ৬টা ৩০মিনিট থেকে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। বুধবার সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত।

প্রসঙ্গ পরীক্ষা

১। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ঐ মাস পর্যন্ত বকেয়া বেতন ও অন্যান্য চার্জ জমা করে বিদ্যালয়ের অফিস থেকে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

২। অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে।

৩। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা আরম্ভের অন্তত ১৫ মিনিট আগে পৌঁছে প্রার্থনাসভায় যোগদান করতে হবে।

৪। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ২টি কলম বা পেন্সিল এবং ১টি করে বোর্ড, রাবার, স্কেল এবং অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে করে আনতে হয়। চিত্রকলা পরীক্ষার দিনে চিত্রকলা বই এবং মোম রং পেন্সিল এবং কর্মশিক্ষা পরীক্ষার দিনে নিজের হাতের তৈরী করা 'হাতের কাজ' সঙ্গে করে আনতে হয়।

৫। প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহে, দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা জুন মাসের ৩য় সপ্তাহে, তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে ও চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে শুরু হবে।

৬। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার উত্তরপত্র অভিভাবককে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে দেখানো হয়। বিদ্যালয়ে বসে উত্তরপত্র দেখার পর বিদ্যালয়ে জমা করতে হয়। প্রথম ও চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখানো হয় না।

৭। চারটি সেমিস্টার পরীক্ষার গড় নম্বর বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর বলে বিবেচিত হয়।

৮। একই শ্রেণিতে তৃতীয়বার রাখা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গ যোগাযোগ

১। চিঠিপত্র বিদ্যালয়ের অফিসে জমা করতে হবে।

২। ফোনে যোগাযোগের নং– 9932966242 : 9002666330
E-mail : saradamissionprl@gmail.com
Website : www.bartarsaradamissionprl.org

প্রসঙ্গ অনুষ্ঠান ও উৎসব

বিদ্যালয়ে স্বামীজীর জন্মদিন, ঠাকুরের জন্মতিথি, রবীন্দ্র জয়ন্তী, রাখী পূর্ণিমা, বনমহোৎসব, স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষক দিবস, গান্ধীজীর জন্মদিন, শিশু দিবস, মা সারদার জন্মদিন, নেতাজী জয়ন্তী, সাধারণতন্ত্র দিবস ইত্যাদি পালন করা হয় এবং দিনগুলির গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, দাতব্য চিকিৎসা শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গ আলোচনাসভা

প্রতি বুধবার (ছুটি ও বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া) শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পাঠ্যক্রম পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বছরে দু'বার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দৈনন্দিন কাজকর্ম ও পরিচালন ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল একথা বলার দুঃসাহস আমাদের নেই। অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও এরকম ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সে বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে আলোচিত হলে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন।

তাছাড়াও আলোচনাসভায় কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পরে সেগুলি অনুপস্থিত অভিভাবকদের জানা সম্ভব হয় না।

পড়াশুনা এবং পাঠ্যবিষয়ে কোন সমস্যা হলে বুধবার দিন বিদ্যালয়ের অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক উভয় পক্ষই নিজেদের দায় এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলে তবেই শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সহজ হবে।

Computer Class
Laboratory
Library
Prayer Hall
Hand Wash Basin
Ambulance
Boys' Toilet Complex
Childrens' Park
Girls' Toilet Complex
Dance Class